বিজেপিতে আরএসএসই শেষ কথা

লালকৃষ্ণ আদভানি বিজেপি থেকে পদত্যাগ করছেন। সংঘ পরিবার এখন আর তাকে চায় না। অথচ তিনি ছিলেন সংঘের খাস লোক। আদভানির পদত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করেছেন.. জামান আরশাদ

আদভানির পদত্যাগ বুঝিয়ে দিয়েছে বিজেপি সংঘ পরিবারের কট্টরপন্থার বাইরে যেতে সক্ষম নয়

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সিনিয়র নেতাদের মধ্যে লালকৃষ্ণ আদভানি কট্টরপন্থি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুদের আদর্শে পরিচালিত হয়ে এই দলটিকে তিনিই ক্ষমতায় নিয়ে গেছেন। বিজেপিতে অটল বিহারি বাজপেয়িরও অবদান আছে। তবে দলটি যে পথে উঠে এসেছে, তাতে আদভানির ভূমিকাই বেশি।

আজ থেকে ১৫ বছর আগে এই দলটিকে কেউ চিনতো না। তেমনই এক পরিস্থিতিতে বাবরি মসজিদ ইস্যু নিয়ে রথযাত্রা নামে এক ভিন্নধর্মী কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন আদভানি। বাবরি মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে তার এই রথযাত্রা সারা ভারতে হিন্দু তরুণ-যুবাদের মধ্যে ভিন্ন গতির সঞ্চার করেছিল। আদভানি তরুণদের বোঝাতে পেরেছিলেন, ভারত হিন্দুদের দেশ। মুসলিমরা এখানে দখলদার। তার এ বক্তব্যে সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল মুম্বাই থেকে অরুণাচল, হিমাচল থেকে অন্ধ্র প্রদেশে। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নয়, এই সাম্প্রদায়িক নীতির কারণেই ক্ষমতায় আসে বিজেপি। এখানে অবশ্যই আদভানির ভূমিকা বেশি।

বিজেপি ক্ষমতায় যাওয়ার পর হিন্দুত্ববাদী আদর্শ থেকে একটুও সরেননি আদভানি। বরং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাজপেয়িকে আমরা দেখেছি মাঝে মধ্যে উদার হতে। আদভানি প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান সম্পর্কে উত্তেজক কথা বলেছেন, কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোর সঙ্গে কোনো আলোচনাই করতে চাননি। গুজরাট দাঙ্গা সমর্থন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। (যা গত নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের অন্যতম কারণ)।

বিজেপির একটি আদর্শিক সহযোগী সংগঠন আছে। এটির নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)। এটি সংঘ পরিবার নামেও পরিচিত। এরা হিন্দুত্ববাদের মূল লালনকারী। তারা ভারতের সংবিধান থেকে 'অসাম্প্রদায়িক' শব্দটি ছেঁটে 'হিন্দু রাষ্ট্র' শব্দটি যোগ করতে চায়। একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন হলেও তারা বিজেপির বিভিন্ন বিষয়ে নাক গলায়। বলতে গেলে, তারা চায় বিজেপি হিন্দুত্ববাদী আদর্শ নিয়ে পথ চলুক। এ কারণে অনেক সময় বিজেপি-আরএসএসের মধ্যে গন্ডগোল বেধে গিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বিজেপি পরাজিত হয়েছে। বিজয়ী হয়েছে আরএসএস। এই আরএসএসের পছন্দের লোকই ছিলেন আদভানি। আর আদভানিও আরএসএসকে বিজেপির প্রধান চালিকাশক্তি বা ভরসা বলে মনে করতেন।

সাম্প্রতিক সময়ে এই আদভানি আরএসএসের বিপক্ষে চলে যান। বিজেপির সব কাজে সিদ্ধান্তে আরএসএসের ঢুকে পড়াকে তিনি বিরক্তিকর বলে মন্তব্য করেন। দলের চেন্নাই সম্মেলনে তিনি মৌলবাদী এ সংগঠনটির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। যশোবন্ত সিং, ভেঙ্কাইয়া নাইডু, সঞ্জয় যোশির মতো নেতারা আদভানির বক্তৃতা থেকে আরএসএসের সমালোচনার সবকটা বাদ দেয়ার শেষ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। আদভানি চেয়েছিলেন, আরএসএসের সমালোচনা করে নতুন এক বিতর্ক শুরু করতে। কিন্তু তিনি শুরু করে দেখলেন তার পাশে কেউ নেই। গত দেড় দশকে যে তরুণ নেতাদের তিনি গড়ে তুলেছেন, তারাও তার পাশে নেই। দীর্ঘদিনের বন্ধু, সহকর্মী বড় ভাই বাজপেয়িকেও তার পাশে পাননি। সম্প্রতি মদনলাল খুরানা ইস্যুতে আদভানি-বাজপেয়ি মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। খুরানা আদভানির সমালোচনা করায় তাকে দল থেক বহিষ্কার করা হয়। বাজপেয়ি এ বহিষ্কার মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া আদভানি নরেন্দ্র মোদির পক্ষ নেয়াটাই গত নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের একমাত্র কারণ বলে মনে করেন বাজপেয়ি। সব মিলে আদভানির পাশে আর তার থাকার কথা নয়।

এ অবস্থায় আদভানি মনে করেন, তার আর বিজেপিতে থাকা সম্ভব নয়। শেষমেশ ভেবে তিনি আগামী ডিসেম্বরে দল থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তার এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন কেউ আহ্বান জানাননি। অতএব তার বিদায় নিশ্চিত। পরাজিত নায়কের মতো তার বিদায় নিতে হচ্ছে।

আদভানির বিদায়ের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হলো, বিজেপি এখনো কোনো স্বতন্ত্র, রাজনৈতিক সংগঠন নয়, আরএসএসের অঙ্গুলি হেলনেই তাকে চলতে হয়। আরো প্রমাণ হলো, বিজেপিতে আরএসএসই শেষ কথা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই

প্রাগ থেকে রাশিয়া

আণবিক বোমা উপকরণের গোপন যাত্রা

সুনসান নিশুতি রাত। চেক পুলিশের একটি বিশেষ ইউনিট সন্তর্পণে আবির্ভূত হল রাজধানী প্রাগের উপকণ্ঠে চেক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যাম্পাসের পারমাণবিক চুল্লির আশপাশে অবস্থান নিল সাব-মেশিনগানধারী পুলিশেরা। কিছুক্ষণ পর এসে থামল একটি কার্গো ট্রাক। নম্বরপ্লেটবিহীন। হঠাৎ খুলে গেল চুল্লির দরজা। কপিকল দিয়ে ট্রাকে তোলা হলো তিনটি স্টিলের বিশাল সিন্দুক।

এরপর ঘুমন্ত শহরের ফাঁকা রাজপথ ধরে বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা। কড়া পুলিশি প্রহরায়।

রানওয়েতে নামল একটি রাশিয়ান কার্গোবিমান। খুব সাবধানে সিন্দুক তিনটি সেখানে ওঠানো হলো।

ট্রাকে তোলা হচ্ছে ইউরেনিয়াম। তার আগে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

'এগুলো এখন রাশিয়ার সম্পত্তি'- বললেন উপস্থিত এক হোমরা চোমড়া, এন্ড্রু বিয়েনিভস্কি।

সম্পত্তি বলতে চুল্লির উচ্চমাত্রার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ ২০টি রড। পুরোটা সকাল চুল্লির স্টোরেজ ভল্ট থেকে ইউরেনিয়াম রড সরানোর কাজ করেছে চেক বিজ্ঞানীরা। রাশিয়া এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা ছিলেন তত্ত্বাবধানে। আরো ছিলেন আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার একটি দল। তারা ইউরেনিয়াম দন্ডগুলো কতখানি সমৃদ্ধ তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এরপর ফেব্রিক আর প্লাস্টিকে মুড়ে বড় সিন্দুকে পুরে সিলগালা করে দেয়া হয়েছে।

এরপর সবাই অপেক্ষা করেছে কখন রাত্রি নামবে, রাস্তায় গাড়িঘোড়া কমবে। মধ্যরাতের পর 'অতি সতর্কতার সঙ্গে কাকপক্ষীও যেন টের না পায় এভাবে রাশিয়ার বিমানে তুলে দেয়া হয়েছে রডগুলো।

প্রাগের কেভি-২ স্পারো গবেষণা চুল্লিতে রডগুলো ১৫ বছর ধরে পড়ে ছিল। আচমকাই এক মার্কিন বিজ্ঞানী আইগর বলশিস্কি গত বছর এগুলোর খোঁজ পান। অত্যন্ত উচ্চমাত্রার এই পারমাণবিক রডগুলো আসলে আণবিক বোমা তৈরির টাটকা উপকরণ। প্রাগের নিরাপত্তাহীন পরিবেশে পড়ে ছিল এতকাল। এখন এগুলোর গন্তব্য রাশিয়ার দিমিত্রোগ্রাদের নিরাপত্তাবেষ্টিত পারমাণবিক চুল্লিতে। সেখানে এই রডগুলোর ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধির মাত্রা কমিয়ে বোমা তৈরির অনুপযোগী করে ফেলা হবে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় গোপনে প্রাগ থেকে রাশিয়ার পারমাণবিক জ্বালানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করা হচ্ছে বুশ ও পুতিনের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির আওতায়। ইউক্রেনে বিপ্লব চলাকালীন বেশ উত্তপ্ত পরিবেশে বুশ-পুতিন এই ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় সাবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলো থেকে বোমা বানানোর উপযোগী ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে। ইতিমধ্যে কিছু জায়গা থেকে ইউরেনিয়াম রড সরিয়ে আনা হয়েছে। বেলারুশ, কাজাখস্তান এবং ইউক্রেন আপত্তি জানিয়েছে। রাশিয়া স্বয়ং নিজেদের স্পর্শকাতর বেশ কিছু স্থাপনায় পশ্চিমা পর্যবেক্ষক প্রবেশে বাধা দিয়েছে। তবে অন্যান্য দেশ থেকে ইউরেনিয়াম সরিয়ে আনতে রাশিয়া বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রাগ থেকে ইউরেনিয়াম জ্বালানি সরিয়ে আনতে যুক্তরাষ্ট্র খরচ করছে ২০ লাখ মার্কিন ডলার। পর্যায়ক্রমে আগামী পাঁচ বছরে পোল্যান্ড, কাজাখস্তান, ভিয়েতনামসহ ষোলটি মিশন চালাবে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং আণবিক শক্তি কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা।

হঠাৎ করে এ ধরনের কার্যক্রম কেন হাতে নিতে হল, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক সন্ত্রাসের ভয় এর অন্যতম কারণ। মার্কিন গোয়েন্দারা বিভিন্ন সময় জানিয়েছে, আল-কায়েদা কালোবাজার থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহের চেষ্টা করছে। এছাড়া রয়েছে ইরান। আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থা জানিয়েছে, পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে প্রয়োজন ৫৫ পাউন্ড বেশিমাত্রার ইউরেনিয়াম। প্রাগের রিঅ্যাক্টরে পাওয়া গেছে ৩১ পাউন্ড। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এ ধরনের কোনো অরক্ষিত রিঅ্যাক্টর হতে ইউরেনিয়াম চুরি হয়ে যেতে পারে। হাত বদল হয়ে চলে যেতে পারে যে কোন সন্ত্রাসী গ্রুপ বা দেশের হাতে। এমন সম্ভাবনা ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র উঠে-পড়ে লেগেছে। রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে সব রকম সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করে মস্কো নিজেদের হেফাজতে নেবে।

হাসান মূর্তাজা

পরাজয় নিছক ব্যক্তি আদভানির নয়। এটা দলের উদারনীতিক, ধর্মনিরপেক্ষ অংশের পশ্চাৎপসরণ। হিন্দুত্ববাদী আদর্শ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতে প্রবেশ করার প্রয়াস এতে বাধাগ্রস্ত হলো।

ক্ষমতায় থাকাকালে বিজেপি সংঘ পরিবারের চাপ উপেক্ষা করতে পেরেছিলো। বাজপেয়ি সংঘকে এটা বুঝিয়ে দিলেন যে, বিজেপি যদি হিন্দুত্বের আদর্শে ফিরে যায়, তাহলে বিজেপির সহযোগী আঞ্চলিক দলগুলো মোর্চা ত্যাগ করবে। সে ক্ষেত্রে সরকার পতন হতে পারে। গত নির্বাচনে পরাজয়ের পর আরএসএস পুনরায় বিজেপিকে হিন্দুত্ববাদী আদর্শে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সে ক্ষেত্রে আদভানিই ছিলেন একমাত্র প্রতিপক্ষ। তাই তাদের চাপেই আদভানিকে সরে যেতে হয়েছে। এরপর যিনি বিজেপির সভাপতি হবেন, তাকে সংঘ পরিবারের আশীর্বাদ নিয়েই আসতে হবে। এমনকি আদভানি যে তরুণ নেতাদের তৈরি করেছেন তাদেরও উচ্চপদে যেতে হলে আরএসএসের অনুমোদন নিতে হবে। অতএব ভবিষ্যতে বিজেপি হিন্দুত্বের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হচ্ছে তা একপ্রকার নিশ্চিত।

এর সম্ভাব্য পরিণাম হচ্ছে বিজেপিকে আরো বেশিদিন সংসদের বিরোধী আসনে বসতে হবে। কারণ হিন্দুত্বের আর বাজার নেই। পুনরায় রাম জন্মভূমি মার্কা জনসমাবেশের উপযোগী পরিবেশও এখন আর নেই। সংঘ প্রচারকরা একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের নীতি ঠিক করে দেবে, আর দলটি তা নিয়ে ভোটারদের কাছে যাবে, এ ধরনের চিত্রনাট্য বর্তমানে একদম অচল।

আর একটা বিষয়, বিজেপি যতই হিন্দুত্বের দিকে ছুটবে, তার রাজনৈতিক সহযোগী দলগুলো ততই মোর্চা ত্যাগ করবে। এরই মধ্যে ডিএমকে, তেলেগু দেশম পার্টি মোর্চা ত্যাগ করেছে। সমতা পার্টিও হিন্দুত্বের উত্থানে অস্বস্তিতে রয়েছে। আর এসব দলগুলো মোর্চা ত্যাগ করলে বিজেপি একটি ছোট দলে পরিণত হবে। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। আর বিজেপি হিন্দুত্বের যে চোরাবালিতে আটকা পড়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার আপাতত কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।